সংবাদ

তারিখ 23 APR 2012
পৃষ্ঠা ৩ কলাম

অশান্ত বুয়েট : আন্দোলন দমনে কঠোর হচ্ছে সরকার

● শিক্ষকদের ক্লাসে ফিরতে শিক্ষামন্ত্রীর সর্বশেষ অনুরোধ

রাকিব উদ্দিন

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) আন্দোলনরত বিএনপি-জামায়াতপন্থি শিক্ষকদের আন্দোলন দমনে কঠোর অবস্থানে যাচ্ছে সরকার। এরই প্রেক্ষিতে ওইসব শিক্ষক নেতাদের গতিবিধির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছে একাধিক গোয়েন্দা সংস্থা। তাদের পারিবারিক অবস্থানের বিষয়েও খোঁজখবর নিচ্ছেন গোয়েন্দারা। এদিকে, আন্দোলন প্রত্যাহার করে শিক্ষকদের ক্লাসে ফিরতে গতকাল শেষবারের মতো অনুরোধ করেছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ।

বিএনপি-জামায়াতের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ইন্ধনে বুয়েট ধ্বংসের আন্দোলনে নামায় বিভক্ত হয় বুয়েট শিক্ষক সমিতি। সংগঠনের ৫/৬ জন নেতা ছাড়া বাকি সব শিক্ষকই এখন ক্লাসে ফিরতে আগ্রহী। এমনকি শনিবার শতাধিক শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ক্লাসে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু শিক্ষক অশান্ত : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

অশান্ত : বুয়েট

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সমিতির ক্লাসের রুটিন টানাতে না দেয়ায় সাধারণ শিক্ষকরা ক্লাস শুরু করতে পারছেন না বলে জানা গেছে।

আন্দোলনের নেপথ্যে : বিএনপি-জামায়াতের ইন্ধনে ক্লাস বর্জন কর্মসূচি অব্যাহত রাখায় শিক্ষক নেতাদের প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে আমলনামা ও কর্ম-ফিরিস্তি প্রকাশ করেছেন বিভক্ত শিক্ষকরা। তাদের সরবরাহকৃত তথ্য-উপাত্তে দেখা গেছে, শিক্ষার্থীদের জিম্মি করে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কনসালটেন্সির (পরামর্শক) মাধ্যমে কাঁড়ি কাঁড়ি অর্থ উপার্জনে কাজ করছেন শিক্ষক নেতা ও আন্দোলনের মূল হোতারা। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নির্দেশ দিয়েছেন বুয়েটের পাঠদান উপেক্ষা করে কনসালটেন্সি করা যাবে না। শিক্ষক নেতারা তা মানতে নারাজ।

বুয়েটের আর্থিক সুযোগ-সুবিধা ছাড়া শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর ড. মুজিবুর রহমান ২০১০-১১ অর্থবছরে পরামর্শক হিসেবে কাজ করেই কামিয়েছেন ৩৪ লাখ ২৩ হাজার ১৯ টাকা। আর চলতি অর্থবছরে ইতোমধ্যেই তিনি কামিয়েছেন ৩২ লাখ ৮৪ হাজার ২৮১ টাকা। সমিতির সাবেক সভাপতি প্রফেসর ড. জয়নুল আবেদিন ২০১০-১১ অর্থবছরে পরামর্শক হিসেবে কাজ করে পেয়েছেন ২৯ লাখ ১০ হাজার ৮৭৪ টাকা। আর চলতি অর্থবছরে তিনি পেয়েছেন ৬ লাখ ৮৪ হাজার ৪৭৯ টাকা। শিক্ষক সমিতির প্রভাবশালী সদস্য প্রফেসর ড. এবিএম বদরুজ্জামান ২০১০-১১ অর্থবছরে পরামর্শক হিসেবে কাজ করে পেয়েছেন ২৭ লাখ ৯৪ হাজার ৫৭৩ টাকা। চলতি অর্থবছরে ইতোমধ্যেই তিনি পরামর্শক ফি পেয়েছেন ১৭ লাখ ৬১ হাজার ৪৯৫ টাকা। এছাড়া বুয়েটে পরিকল্পিতভাবে নৈরাজ্য সৃষ্টির অন্যতম হোতা ড. জাহাঙ্গীর আলম গত অর্থবছরে পরামর্শক হিসেবে কাজ করে পেয়েছেন ২৬ লাখ ৯৫ হাজার ৬২ টাকা। চলতি অর্থবছরে তিনি এভাবে পেয়েছেন ১৮ লাখ ২০ হাজার ৯৪৩ টাকা। ক্লাস বর্জন আন্দোলনের আরেক ইন্ধনদাতা শিক্ষিকা স্নিগ্ধা আফসানা গত অর্থবছরে পরামর্শক হিসেবে কাজ করে পেয়েছেন ১২ লাখ ৯২ হাজার ৩০১ টাকা। আর চলতি অর্থবছরে তিনি এ খাত থেকে কামিয়েছেন ৮ লাখ ৯৫ হাজার ৭৫০ টাকা। তবে পরামর্শক ফি হিসেবে পাওয়া অর্থের কোন আয়কর জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে (এনবিআর) দিচ্ছেন না শিক্ষকরা।

গোয়েন্দা নজরদারি : সরকারের নির্দেশে বুয়েটের শিক্ষক নেতাদের কর্মকাণ্ড খতিয়ে দেখছে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। তারা ইতোমধ্যে বেপরোয়া শিক্ষক নেতাদের পরামর্শক ফি'র আর্থিক বিবরণী সংগ্রহ করেছেন। গোয়েন্দা সংস্থাগুলো বুয়েটে নৈরাজ্য সৃষ্টির পাঁয়তারার সঙ্গে সরাসরি জড়িত থাকা শিক্ষকদের একটি তালিকা প্রণয়ন করেছে। এতে ওইসব শিক্ষক নেতা ছাড়াও আরও কয়েকজন শিক্ষককে চিহ্নিত করা হয়েছে। তারা হলেন অধ্যাপক মাহবুব রাজ্জাক ও তার স্ত্রী অধ্যাপক সুলতানা রাজিয়া। মাহবুব রাজ্জাক ছাত্রজীবনে ছাত্রশিবিরের রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের দেহরক্ষী ছিলেন বলে গোয়েন্দা তথ্য পেয়েছেন।এছাড়া শিক্ষক সমিতির সহ-সভাপতি অধ্যাপক মাকসুদ বিল্লাহী, সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর ড. আশরাফুল ইসলাম, সমিতির সদস্য ড. সোহেল রহমান, ড. একেএম মাসুদ, প্রফেসর মো. এহসান প্রমুখের বিষয়ে খোঁজখবর নিচ্ছে গোয়েন্দারা। ক্লাসে ফিরতে শিক্ষামন্ত্রীর আহ্বান : বুয়েটের চলমান আন্দোলন প্রত্যাহার করে ক্লাসে ফেরার জন্য শিক্ষকদের প্রতি গতকাল শেষবারের মতো অনুরোধ করেছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। গতকাল দুপুরে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের তিনি বলেছেন, 'ভূতাপেক্ষ নিয়োগ বাতিলের বিষয়টি পুরোপুরি প্রশাসনিক বিষয়। এরসঙ্গে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের কোন সংশ্লিষ্টতা নেই। কাজেই কেন এই আন্দোলন? ক্লাসে না ফিরলে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেয়া হবে সে বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'সরাসরি শিক্ষার্থীদের ক্ষতি করা ছাড়া এই আন্দোলনের কোন কারণ ও যুক্তি নেই।